পড়শী
PORSHI

1st year 10th Issue February 2002/ Falgoon 1408 ১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা ফেব্রুয়ারী ২০০২/ফাল্গুন ১৪০৮

সম্পাদনা পরিষদ :
নির্বাহী সম্পাদক : মাহমুদুল হাসান
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : সাবির মজুমদার
মহাব্যবস্থাপক : মাশুক রহমান
নীতি ও পরিকল্পনা উপদেস্টা : নজমুস সাকিব
বিভাগীয় সম্পাদকবৃন্দ :
প্রযুক্তিবন্ধন : শহীদ আহমেদ
ক্রীড়া : জিয়াউল করিম লোটাস
বিনোদন ও সংস্কৃতি : মনামী দোহা মোর্শেদ
উত্তর আমেরিকার কর্মকান্ড : মো: জাফর উল্লাহ
সাহিত্য : আলম খোরশেদ
আইন ও ইমিগ্রেশন : জাকিয়া আফরিন
ছোটমনিদের পাতা : সামিয়া আরা ডোরা
গ্রাফিকস : সুপ্রিয় মালাকার শুভ
ওয়েব : শরীফ মুস্তাফিজুর রহমান
সংবাদ : ফুয়াদ রাহমান
বিতরণ ব্যবস্থাপক : অনুপম বড়ুয়া
বাংলাদেশে বিতরণ ব্যবস্থাপক : এম. মোস্তফা শহীদ
ঢাকা ব্যুরো প্রধান : সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল
ঢাকায় সম্পাদকীয় প্রতিনিধি : জাইদ আলমের খান
চট্টগ্রাম ব্যুরো প্রধান : এনায়েত করিম সাকী

আঞ্চলিক প্রতিনিধি :
টরন্টো, ক্যানাডা : আলী হায়দার
ভ্যানকুভার, ক্যানাডা : আমিনুল ইসলাম মওলা
পোর্টল্যান্ড, অরেগন : আতিকুর রশীদ চৌধুরী
হিউস্টন, টেক্সাস : আজাদুল হক
নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্ক : মাহদী-উজ-জামান অপু
ম্যাডিসন, এলাবামা : মঞ্জুর চৌধুরী
স্যান ডিয়েগো, ক্যালিফোর্নিয়া : শ্যামল নাথ
ওয়াশিংটন, ডি.সি. : রোকেয়া হায়দার
ডুরাঙ্গো, কলরাডো : জিয়ারত হোসেন
ডিট্রয়েট, মিশিগান : মোহাম্মদ আযিম
হোকেসিন, ডেলাওয়ার : শামীম হাসান
র‍্যালী, নর্থ ক্যারোলিনা : শাহাদাত হোসেন
আটলান্টা, জর্জিয়া : কাজী লাবিবুর রহমান
গিলবার্ট, অ্যারিজোনা : শেখ ফেরদৌস শামস
শিকাগো, ইলিনয় : ফরহাদ হোসেন
লস এঞ্জেলেস : চাঁদ সুলতানা মাহবুব

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা :
আশরাফ আলী (সিয়াটল, ওয়াশিংটন)
বেলাল বেগ (নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্ক)
দলিলুর রহমান (ফ্লেমিংটন, নিউ জার্সী)
এমদাদ খান (স্যান হোজে, ক্যালিফোর্নিয়া)
ফারুখ ফয়সল (অটোয়া, ক্যানাডা)
শাহাব সিদ্দিকী (আটলান্টা, জর্জিয়া)
ইউনুস রাহী (লস এঞ্জেলেস, ক্যালিফোর্নিয়া)

প্রচ্ছদ : সৈয়দ ইকবাল
মন্ট্রিয়ল, কানাডা
(শিল্পীর টিয়ারস অব নেচার সিরিজের ৫৮ নম্বর চিত্রকর্ম অবলম্বনে)

সম্পাদকীয় : ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর

আমাদের মহান ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলো এ বছর। এই পঞ্চাশ বছরে ভাষা-সংস্কৃতি ও জাতিগতভাবে আমাদের অর্জন, প্রত্যাশার মানদন্ডে আমাদের প্রাপ্তি ও ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা, লেখালেখি নিশ্চয়ই হবে অনেক। হবার দরকারও রয়েছে বৈকি। কিন্তু একটা বিতর্কে বিস্ময় চাপতে কষ্ট হয়। ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পরও, খোদ বাংলাদেশে আমাদের মনে সংশয় কেন জাগবে বাংলা ভাষা শিক্ষা নিয়ে? যারা বাঙালী, বাংলা যাদের মাতৃভাষা, জন্মের পর থেকে বাংলা ভাষায় যারা লালিত, তারা বাংলা ভাষা শিখবে না তা অবিশ্বাস্য এবং অকল্পনীয় নয় কি! বিতর্কটা ইদানীং বেশ জোর পাচ্ছে এই অযুহাতে যে কম্পিউটার/ইন্টারনেটের যুগে পৃথিবী (সত্যিই) ছোট হয়ে আসছে। আন্তর্জাতিক এই পৃথিবীতে বিশ্বমুখী হওয়ার ছাড়া গত্যন্তর নেই। অর্থনৈতিকভাবে টিকে থাকতে হলে, বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেই হবে, এবং তার জন্য ইংরেজী জানা জনশক্তি এক আবশ্যিক পূর্বশর্ত। যুক্তি অকাট্য, কিন্তু এটা বোধগম্য নয় যে ইংরেজী জানা দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে গিয়ে মায়ের ভাষাকে কেন জলাঞ্জলি দিতে হবে।

সত্তর-আশির দশকে (এবং সম্ভবত: এখনও) বাংলাদেশের স্কুল-কলেজে বাংলা এবং ইংরেজী সমান তালে পড়ানো হত। প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত দুটো ভাষাই আমরা পড়েছি দীর্ঘ বারো বছর। তারপরও দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে এমন ছাত্র-ছাত্রী না বাংলা লিখতে জানে, না ইংরেজী বলতে জানে। তাহলে সমস্যাটা কোথায়! সমস্যাটা অবশ্যই আমরা যেভাবে ভাষা শেখাবার চেষ্টা করছি, সে ব্যবস্থায়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে কোন মানুষ, সঠিক শিক্ষাপদ্ধতির আওতায়, বারো বছরের অনেক কম সময়ে, দুটো ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারে। রুটি-রুজির জন্য মায়ের ভাষা, প্রাণের ভাষা বিসর্জন দেবার যুক্তি একেবারেই হাস্যকর।

এবারে ভাষা নিয়ে প্রবাসী বাঙালীদের টানাপোড়েনের একটি বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করবো। সমস্যাটি হলো দ্বিতীয় প্রজন্মকে বাংলা ভাষা কিভাবে শেখাবো। বাংলা শেখানোর স্কুল তো হয়েছে বেশ কিছু শহরেই। কিন্তু আসল কাজ খুব এগোচ্ছে না। অর্থাৎ আমাদের দ্বিতীয় প্রজন্ম বাংলা লেখা তো দূরের কথা, পড়তে এবং বলতেও পারে খুব সামান্যই। এই যে, পড়শী'র ছোটদের পাতাটি, আমরা করছি ইংরেজীতে (যা নিয়ে অনেকের ভীষণ অভিযোগ), অনন্যোপায় হয়ে যে ঐ প্রজন্মে বাংলা লিখবার বা পড়বার দক্ষতা তৈরি হচ্ছেনা। এক্ষেত্রে, আমাদের মতে একটা শিক্ষাপদ্ধতি উদ্ভাবনের উদ্যোগ নিতে হবে। দ্বিতীয় প্রজন্মকে কিভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে স্বল্পসময়ে কার্যকরী বাংলা ভাষা শেখানো যায়, এ ব্যাপারে আমাদের সচেতন উদ্যোগ নেয়া একান্ত জরুরী। ভ্যাংকুভার প্রবাসী রফিকুল ইসলামের কথা আপনারা জানেন; এই প্রবাসী বাঙালী একুশে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে ছিলেন অগ্রপথিক। আমাদের প্রত্যাশা রফিকুল ইসলামের মতই আরো কোন বাংলা ভাষা প্রেমী, কোন প্রবাসী শিক্ষাবিদ-গবেষক সহজ বাংলাভাষা শিক্ষার পদ্ধতি উদ্ভাবনে এগিয়ে আসবেন।

আমাদের আরো প্রত্যাশা ভাষা আন্দোলনের একশো বছর পর, কেউ পেছন ফিরে গর্ব ভরে বলবেন, বাংলা কেবল বাংলাদেশের মানুষের ভাষা নয়, এ ভাষা সগর্বে বেঁচে আছে বিশ্বের বাঙালীদের মাঝে; এ ভাষা শেখায়, চর্চায়, এবং লালনে বিশ্বের বাঙালীরা সদাজাগ্রত।

'পড়শী' বিশ্ববাঙালীর মুখপত্র। দেশ-বিদেশের সমসাময়িক নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রবন্ধ, আলোচনা, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা বাঙালীদের সাংস্কৃতিক বন্ধনকে জোরদার করা সাময়িকীর অন্যতম লক্ষ্য। দেশ এবং প্রবাসের মধ্যে তথ্য ও চিন্তা-চেতনার দ্বিমুখী প্রবাহ এবং প্রযুক্তি বন্ধন প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করতেও 'পড়শী' সচেষ্ট থাকবে। রাজনীতি, ধর্ম সহ অন্যান্য বিতর্কিত বিষয়ে নিরপেক্ষ এবং ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণে পড়শী সম্পাদকমন্ডলী যত্নশীল থাকবে।

A monthly published by : **Jogajog International, PO Box 3148, Fremont, CA 94539, USA**
email : editors@porshi.com / website : **www.PORSHI.com / e-fax : 707-988-0328** Retail Price : USA/Canada : **US$2.00/CDN$3.00**; Bangladesh : **Taka20.00**